প্রতিভা বিকাশে সাহায্য স্কুলের, পুণেতে জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চলেছে নারায়ণগড়ের দুই বোন

বিশ্বজিৎ দে, বেলদা

জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে খড়গপুর মহকুমার ৬ জন প্রতিযোগী। নারায়ণগড় ব্লকের থেকে যোগ দিতে চলেছে দুজন। আশন্দা শিক্ষা নিকেতনের দুই ছাত্রী তথা দুই বোন। ১২তম ইতোসু রিও স্টেট ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ানশিপ-২০১৭ তে মেয়েদের বিভাগে গত ১৪-১৫ অক্টোবর 'ইতোসু-রিও ক্যারাটে ডু ইন্ডিয়া' আয়োজিত 'ইতোসু-রিও ক্যারাটে ডু স্কুল অব বেঙ্গল' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল দুই বোন সংঘমিত্রা সিং ও সুচরিতা সিং। রাজ্যস্তরের এই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছিল কলকাতার ঢাকুরিয়াতে। সেখানেই ১১-১৩ বছরের ৩০-৩৫ কিলোগ্রাম ওজনের বিভাগে কাতা ও কুমিতে প্রথম হয় নারায়ণগড় ব্লকের দুই মেয়ে আশন্দা শিক্ষা নিকেতনের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সুচরিতা সিং আর ১৪-১৫ বছরের ৩৫-৪০ কিলোগ্রাম ওজনের বিভাগে কাতাতেপ্রথম হয় তার দিদি অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরতা সংঘমিত্রা সিং। আর এরই সুবাদে দুই বোন সহ মহকুমার ছয়জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে চলেছে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায়। এই খবরে খুশির হাওয়া ব্লক জুড়ে। কিন্তু পুণেতে সংগঠিত হওয়া জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুই প্রতিযোগীকে উৎসাহ দিতে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্কুল। আগামী ২৬-২৯ ডিসেম্বর রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হবে মহারাষ্ট্রের পুণেতে। চারদিন ধরে নানা ইভেন্টের প্রতিযোগিতা চলবে বালায়াদি স্পোর্টস্ কমপ্লেক্সে। রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার সুবাদে সেখানে যোগ দেবে নারায়ণগড়ের দুই বোন। ইচ্ছে আর সম্ভাবনা থাকলেও উপায় তেমন করে উঠতে পারছেন না দুই কৃতির পরিবার। সুচরিতা ও সংঘমিত্রার মা ছিলেন একজন অ্যাথলিট। তাই অদম্য ইচ্ছাকে সঙ্গে করে এগিয়ে দিতে চাইছেন মেয়েদের। এ কথা জানতে পেরে স্কুল কর্তৃপক্ষ চান এই দুই ছাত্রী জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে সফল হোক। রাজ্যস্তরের সফলতার জন্য আগেই সম্বর্ধনা দেওয়া হয় সংঘমিত্রা ও সুচরিতাকে। সোমবার স্কুল কর্তৃপক্ষ দুই ছাত্রী ও পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও দুই ছাত্রীকে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। আর এদিন সম্মিলিত অর্থ তুলে দেওয়া হয়। আশন্দা শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক মহীতোষ দাস বলেন, দুইবোনের এই প্রতিভার কথা জানতে পেরে এবং পুনে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়টি মাথায় রেখে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী সহ পরিচালন সমিতির সকলেই সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিই। যাতে প্রতিভাবান ২ ছাত্রী জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্কুল তথা জেলার গৌরব বাড়াতে পারে। আমরা সবাই চাই ওরা ভালো করুক। সুচরিতা ও সংঘমিত্রার মা সুপ্রিয়া সিং স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমার দুই মেয়েকে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানোর জন্য স্কুল যে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করলেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ। সবাই যে পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিলেন এতেই আমাদের মনোবল আরো বেড়ে গেল। সবার শুভেচ্ছা নিয়ে নিশ্চয়ই ওরা ভালো করবে।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা ঃ গড়বেতা ১নং ব্লকে ত্রিমুখী ব্যবস্থা নিয়ে ডেঙ্গি মোকাবিলায় নেমেছে স্বাস্থ্যদপ্তর। লিফলেট, ব্যানার, পোস্টার দিয়ে নিবিড় প্রচারাভিযান চলছে। প্রতিটি গ্রাম-পাড়ায় গিয়ে আশাকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বৈঠক। মশারি, ব্লিচিং-সহ আনুষঙ্গিক সামগ্রী বিতরণ। এরসঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সদস্যদেরও নামানো হয়েছে ডেঙ্গি প্রতিরোধে। কোথায় জল জমছে, নোংরা আবর্জনা জমছে, এইসব দেখে মানুষকে তা পরিষ্কার করতে বলে সচেতন করছেন গোষ্ঠীর মহিলারা। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক আশিস মিদ্যা বলেন, ডেঙ্গি প্রতিরোধে আমরা কোনও খামতি রাখছি না। সচেতনতামূলক প্রচার, মিটিং, মশারি বিলি হচ্ছেই, সেইসঙ্গে জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গড়বেতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সেবাব্রত ঘোষ বলেন, ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েত ও বুথস্তরে ডেঙ্গি প্রতিরোধে পঞ্চায়েত সদস্যদেরও সামিল করা হয়েছে। রবিবার গড়বেতার নোহারি গ্রামে ২০ জনকে মশারি বিলি করা হয়েছে স্থানীয় এক ক্লাবের পরিচালনায়। সেইসঙ্গে দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয় কম্বলও। বিতরণ করেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক আশিস মিদ্যা, শ্যামল বাজপেয়ী প্রমুখ। মশারি বিলি করা হয়েছে মানসিং গ্রামেও। আশাকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ডেঙ্গি সচেতনতায় বৈঠক করেছেন লোখাটাপোল, লেলগামার, নোহারী সহ বেশকিছু গ্রামে। রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে জ্বর হলেই।

বাস অনিয়মিত ঃ পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম রুটে নিয়মিত বাস চলে না। ফলে নিত্যদিন দুর্ভোগে পড়তে হয় যাত্রীদের। এই অভিযোগে সকাল থেকে পথ অবরোধ করল চাঁদড়া এলাকার বাসিন্দারা। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে সেই অবরোধ উঠে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম রুটে হাতে গোনা কয়েকটি বাস রয়েছে। তাও সন্ধ্যে সাতটার পর থেকে উধাও। ফলে ব্যাপক হয়রানি পোহাতে হয় যাত্রীদের। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, সমস্যার সমাধানে বহুবার আবেদন করেছেন। কিন্তু লাভ হয়নি। তাই পথ অবরোধ করলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয় স্থানীয়দের। তারপরই অবরোধ তুলে নেন বিক্ষুব্ধরা। তবে বাস চলাচল নিয়মিত না হলে ভবিষ্যতে বড়সড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

বন্যা দুর্গতদের পাশে কাজলা জনকল্যাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দাসপুর ঃ এবছর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর ২ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। এলাকার অধিবাসীগণ এইরকম বন্যা দীর্ঘ ৩০-৩৫ বছরে দেখেনি। বন্যার ফলে বহুঘরবাড়ি ভেঙে লোপাট হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্যের বেহাল দশা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজলা জনকল্যাণ সমিতি বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেয় জাতীয় স্তরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সীড-এর সহযোগিতায়। দাসপুর ২নং ব্লকের রানিচক ও নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৩৮০টি পরিবারকে মশারি, পেস্ট, ব্রাশ, সাবান, নাপকিন, ডেটল, হ্যান্ডওয়াশ, ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। রানিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠপুকুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাখালি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ তপন দত্ত, দাসপুর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরুন কুমার মুখার্জী, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সন্তু ঘোষ, ব্লকের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ গৌর পাত্র, রানিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অনিয় মন্ডল, নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং কাজলা জনকল্যাণ সমিতির কোঅর্ডিনেটর অনির্বাণ চক্রবর্তী, সত্যজিৎ জানা ও রাজকুমার মাইতি। কাজলা জনকল্যাণ সমিতির বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান জেলা খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ তপন দত্ত ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরুণ কুমার মুখার্জী।

কাঁথি নতুন চক্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ শুধু পড়াশোনা নয়, প্রকৃত অর্থে বিকাশের জন্য ছেলেমেয়েদের খেলাধুলাতেও সমানভাবে জড়িত থাকতে হবে। কারণ খেলাধুলার মাধ্যমে সবল শরীর, কঠিন মানসিকতা, ভ্রাতৃত্ব বোধ গড়ে ওঠে। মঙ্গলবার কাঁথির অরবিন্দ স্টেডিয়ামে কাঁথি নতুন চক্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেন, রাজ্যের স্পোর্টস্ কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি। এদিন কাঁথির মহকুমা শাসক শুভময় ভট্টাচার্য্য জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, রাজ্যের স্পোর্টস্ কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি প্রাথমিক বিভাগের নতুন চক্রের পতাকা উত্তোলন করে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিদর্শক চিরজিত সাঁতরা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, দেশপ্রাণ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তরুণ জানা প্রমুখ। প্রতিযোগিতায় নতুন চক্রের ৬৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের প্রায় ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এর আগে চক্রের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে শহর জুড়ে পদযাত্রা করা হয়।

আজ জঙ্গলমহল কাপের ফাইনাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আসার পর জঙ্গলমহলের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তা অনস্বীকার্য। আর এই সব উন্নয়ণের যারা বাহক অর্থাৎ সেই ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার উন্নয়ণের স্বার্থে জঙ্গলমহল কাপ-এর আয়োজন করেন মমতা ব্যানার্জী। বেশ কয়েকবছর ধরে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন থানা এলাকার খেলোয়াড়দের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। এবছরও সেই খেলার আয়োজন হয়েছিল। মঙ্গলবার ছিল সেমিফাইনাল। মেদিনীপুর অরবিন্দ স্টেডিয়ামে আয়োজন ছিল এই সেমিফাইনাল ম্যাচের। ছেলেদের ফুটবল খেলা হয় মেদিনীপুর কোতয়ালি বনাম শালবনীর মধ্যে। ৫-৪-এ জয়ী হয় কোতয়ালি। অন্যদিকে, মহিলাদের খেলা হয় কোতয়ালি বনাম খড়গপুর লোকালের যেখানে ৫-০ তে জয়ী হয় কোতয়ালি। ফাইনাল খেলা রয়েছে আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার। সারাদিন ব্যাপী এই খেলাকে ঘিরে খেলতে আসা খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহ ছিল নজরকাড়া। সেমিফাইনাল খেলায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শচীন মক্কর, কোতয়ালির আইসি সুশান্ত রাজবংশী, শালবনী আইসি বিশ্বজিত সাহা, ডিএসপি অপারেশন-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। ফাইনালে স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার তথা আইপিএস ভারতী ঘোষ।

অজানা জ্বরে বিধ্বস্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ঃ তবুও অপরিচ্ছন্ন হাসপাতাল চত্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেশিয়াড়ি ঃ বর্তমানে ডেঙ্গি তথা মশাবাহিত রোগ নিয়ে চিন্তিত রাজ্যের মানুষ ঠিক পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি হাসপাতাল চত্বর নোংরা আবর্জনা এবং নর্দমা ভর্তি জলে পরিপূর্ণ। হাসপাতালের চারিদিকে নর্দমায় জমে রয়েছে জল এ ছাড়াও হাসপাতালের বিভিন্ন এলাকায় নোংরা আবর্জনায় ভর্তি রয়েছে। এমনটাই চিত্র কেশিয়াড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরের। এই ডেঙ্গি তথা মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্নভাবে তথা সরকারিভাবে এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন বিভিন্ন এলাকায় জমে থাকা জল নিষ্কাশন, নর্দমা পরিষ্কার, এলাকা জঞ্জাল মুক্ত করা সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা। ব্লিচিং-সহ মশার লার্ভা মারার জন্য বিভিন্ন ওষুধ স্প্রে এ ছাড়াও বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন মশার লার্ভা খাওয়ার জন্য ডোবাগুলিতে এক প্রজাতির মাছ ছাড়তেও দেখা গেছে সরকারি স্তরে। প্রতিরোধ পদ্ধতি ছাড়াও শিবির গড়ে তুলে মানুষকে সচেতন করতেও দেখা গেছে সরকারি স্তরে। তাহলে এমন কেন অবস্থা সরকারি হাসপাতালের? প্রশ্ন তুলেছে কেশিয়াড়ি এলাকার মানুষ। কেশিয়াড়ির এক বাসিন্দা পিযুষ আচার্য্য-এর বক্তব্য,এর বক্তব্য, হাসপাতাল চত্বরই যদি এরকম অপরিষ্কার থাকে তাহলে মানুষ কিভাবে সচেতন হবে? কেশিয়াড়ির এই হাসপাতাল চত্বর মাঝে মধ্যে সাফাই অভিযান চালিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে দেখা যায় এলাকার মানুষকে যেখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের যোগদান খুবই কম। সরকারকে আরো সচেতন হতে হবে। অন্যদিকে কেশিয়াড়ি হাসপাতালের বিএমওএইচ তরণী কুমার শিট বলেন, প্রতিনিয়তই আমরা হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি। তবে কোনোভাবে যদি নোংরা আবর্জনা বা নর্দমায় জল বেড়ে গিয়ে থাকে আমরা শীঘ্রই তা পরিষ্কার করব। মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্ত ধরণের নির্দেশ আমরা পালন করছি।

ময়না থানার উদ্যোগে দুঃস্থদের বস্ত্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে ময়না থানার পরিচালনায় ময়না থানা প্রাঙ্গণে দুস্থ মানুষদের হাতে কম্বল এবং শাড়ি তুলে দেওয়া হল। এছাড়া এদিনের এই মঞ্চ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়না ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ বসু, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ সাজাহান আলি, জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ বিমান পন্ডা সহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ। ময়না থানার বড়বাবু মহম্মদ মহিউল ইসলাম জানান, এদিন প্রায় ১০০ জনকে কম্বল, ১৫০ জনকে শাড়ি এবং প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, জনগণ এবং পুলিশের সঙ্গে একটু সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই ধরণের প্রয়াস।